Significance of Resources : Backbone of Economic Growth and Development

কোন বস্তুর কার্যকারীতাই হল সম্পদ। সম্পদ হল পদার্থের মধ্যে নিহিত শক্তি যা মানুষের অভাব মোচন করে, মানুষের চাহিদা মেটায়। সম্পদ হল মানুষের অর্থনৈতিক বিকাশের মূলভিত্তি। সম্পদের উপর নির্ভর করে কোন দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও উন্নয়ন। মানুষ তার চাহিদা মেটানো ও উন্নয়নের জন্য সম্পদ সৃষ্টি করে, ভোগ করে আবার ধ্বংসও করে। সম্পদ দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে সহায়তা করে। সম্পদের অভাব দেশের অর্থনৈতিক অনুন্নয়নকে নির্দেশ করে।

এ প্রসঙ্গে বলা যায়, সম্পদ হল — "a concept used to denote sources of human satisfaction, wealth or strength. Labour, entrepreneurial skills, investment funds, fixed capital assets, technology, knowledge, social stability and cultural and physical attributes may be referred to as resources of a country" — In Johnston, R. J. et. al. (Ed.), The Dictionary of Human Geography, 2001.

'সম্পদ মানুষের পার্থিব ও আর্থসামাজিক পরিবেশের উপাদান।' (Encyclopedia of the social Sciences, Vol- XI)

গচ্ছিত প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমান সীমিত। তাই সম্পদকে উন্নয়নের কাজে লাগাতে হলে তার সঠিক ব্যবহার ও সংরক্ষন করা উচিত। কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে হলে সম্পদকে ব্যবহার করতে হবে নিম্নলিখিত ভাবে —

i) সুস্থায়ী উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্পদের ব্যবহার।

ii) পরিকল্পনামাফিক ব্যবহার।

iii) যতসম্ভব কম ব্যবহার করা ও পরিবর্ত দ্রব্যের প্রচলন।

iv) প্রযুক্তির উন্নয়নঘটিয়ে বিভিন্নভাবে সম্পদকে ব্যবহার করা অর্থাৎ কার্যকারিতা বা উপযোগীতা বাড়ানো।

বিভিন্ন ধরনের সম্পদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব এবং সেই সম্পদ কীভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটায় তা নিম্নে আলোচনা করা হল —

i) Land Resource :

ভূমি হল মানুষের কাছে অপরিহার্য, গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভূমির ব্যবহার বিভিন্ন রকমের তাই মানুষের কাছে এর উপযোগীতারও পার্থক্য দেখা যায় স্থান বিশেষে। ভারতে মোট ভূমির 93% ভূমি সম্পদ হিসাবে কাজে লাগানো গেছে।

World Development Report 2009 অনুসারে ভারতের জমির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বন্টন —

কৃষিযোগ্য জমি (দেশের মোট জমির সাপেক্ষে শতাংশ)	বনভূমি (দেশের মোট জমির সাপেক্ষে শতাংশ)	রেলপথের ঘনত্ব (কিমি প্রতি 100 বর্গ কিমিতে)	রাস্তার ঘনত্ব (কিমি প্রতি 100 বর্গ কিমিতে)
53.7	22.8	2.1	113.8

দেশের মোট জমিকে যাতে আর্থসামাজিক ভাবে কাজে লাগানো যায় সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কর্মসূচী গ্রহন করা হয়েছে এবং ভূমিসংস্কারের নীতিও গ্রহন করা হয়েছে। ফলস্বরূপ বিভিন্ন অযোগ্য, অব্যবহৃত জমিকেও উন্নত পদ্ধতিতে ও প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পদে পরিনত করা যাচ্ছে ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৃদ্ধি ঘটছে এবং GDP তেও এর হার বাড়ছে। যেমন — সুন্দর বনের বনসৃজনের মাধ্যমে ভূমি সম্পদের বিকাশ। অর্থাৎ বিভিন্ন অবব্যবহৃত জমিকে সম্পদে পরিনত করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজে লাগানো।

ii) Forest Resource :

বনসম্পদ আহরন হল প্রাথমিক অর্থনৈতিক কাজ। অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বনসম্পদ উন্নয়নশীল দেশে জীবনধারনভিত্তিক কাজ কিন্তু উন্নতদেশের এটি বানিজ্যিক কাজে অর্থাৎ অর্থনৈতিক বিকাশে কাজে লাগে। ভারতে 1996 সালে বনসম্পদ থেকে 1% GDP আসত কিন্তু বর্তমানে তা বেড়ে দাড়ায় 2.4%. ভারতের প্রায় 22% এলাকা বনভূমির অন্তর্গত। অর্থনৈতিক বিকাশে ও মানুষের চাহিদা মেটানোর

জন্য প্রচুর বনভূমি ধ্বংস করা হচ্ছে, সেই কারনে বর্তমানে বিভিন্ন বনসৃজনের মাধ্যমে বনভূমির পরিমান বাড়ানো হচ্ছে মানুষের চাহিদা মেটানো ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে। ভারতে প্রতি বছর গড়ে 15 লক্ষ হেক্টর বনভূমির বিনাশ ঘটে।

iii) Agricultural Resource:

কৃষিকাজ মানুষের প্রাথমিক অর্থনৈতিক কাজ। কৃষিজ সম্পদের উপর অর্থনৈতিক বিকাশ অঙ্গাঙ্গিক ভাবে জড়িত। ভারতের ক্ষেত্রে বানিজ্যিক ফসল হল ধান, চা, পাট ইত্যাদি। কৃষিজ সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটানো এবং অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটানো সম্ভব। 1960 দশকের পর ভারতে সবুজ বিপ্লবের হাত ধরে কৃষিজ সম্পদের বিকাশ ঘটানো গেছে। কৃষিজ সম্পদ উন্নয়নের জন্য গৃহিত কিছু পদক্ষেপ হল -

- উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার ও আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষিজ ফসলের বৃদ্ধি ঘটানো।
- বছরের বিভিন্ন সময়ে একই জমিতে বিভিন্ন ফসলের চাষ।
- খাদ্যশস্য ছাড়াও ফল, শাকসবজি, মশলা, ফুল চাষের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটানো।
- রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার।

ভারতের বিভিন্ন কৃষিজ ফসলের রপ্তানির পরিমান দেখানো হল -

ভারতের কৃষিজ ফসল	রপ্তানির পরিমান (2007)
চাল	61.43 (লক্ষ মেট্রিক টন
চিনি	22.60 (লক্ষ মেট্রিক টন)
তুলা	15.30 (লক্ষ মেট্রিক টন
পাট	38.66 (হাজার মেট্রিক টন
চা	1.9 (লক্ষ মেট্রিক টন)

(Source: faostat.fao.org)

বিভিন্ন কৃষিজ ফসল আন্তর্জাতিক বানিজ্যের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে। ভারতে GDP এর একটা বড় অংশ কৃষিজ সম্পদ থেকে আসে।

iv) Fish Resource :

মৎস সমুদ্র জলের শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক প্রানী সম্পদ। মৎসশিকার প্রধানত জীবনধারন ভিত্তিক ও বানিজ্যিক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত। ভারতের ক্ষেত্রে মৎসশিকার জীবনধারনভিত্তিতে হলে বানিজ্যিক গুরুত্বও কম নয়। ভারতে নীলবিপ্লবের পর থেকে মৎস উৎপাদন এবং রপ্তানি বেড়েছে। চিংড়ি চাষের পরিমান ভারতে বেড়েছে (অন্ধ্রপ্রদেশের নেল্লোর জেলাকে ভারতের চিংড়ির রাজধানী বলা হয়। আভ্যন্তরীন মৎস আহরনে ভারত পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান দখল করেছে। ভারতের উৎপাদিত মাছের 65% আভ্যন্তরীন ক্ষেত্র থেকে আসে বাকী 35% উপকূলীয় মৎসক্ষেত্র থেকে আসে। তবে বর্তমানে উপকূলীয় মৎস আহরনের পরিমান আরও বাড়ানো হচ্ছে। মৎসে ভারতে আভ্যন্তরীন বানিজ্যের পরিমান বেশি। মৎস ও সামুদ্রিক দ্রব্যের রপ্তানির পরিমান বেড়েছে প্রায় একুশ গুন (স্বাধীনতার পর থেকে)।

ভারতে মাছের উৎপাদন ও সামুদ্রিক দ্রব্যের রপ্তানি

বছর	মাছের উৎপাদন (লক্ষ টন)	সামুদ্রিক দ্রব্যের রপ্তানি	
		পরিমান (হাজার টন)	মূল্য (কোটি টাকা)
1950 – 1951	7·0	20	2
2000 – 2001	56·0	503	6,296
2014 - 2015	100·7	1051·2	33,441

(Source: Economic Survey (various issues), dadf.gov.in and TOI, 4 Jul, 2015)

ভারতের চিংড়ি ও পমফ্রেট মাছের বৈদেশিক চাহিদা বেশি। 2015 সালে ভারত মৎস রপ্তানি করে 6·63 লক্ষ টন যা থেকে 9921 কোটি টাকা বিদেশী মুদ্রা অর্জন করে। অর্থাৎ ভারতে উভয় ক্ষেত্রে (আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক) মৎসের অর্থনৈতিক গুরুত্ব আছে। সুতরাং মৎসশিকার বা চাষ ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা বিকাশ ঘটায়। মাছ প্রবাহমাহ সম্পদ হলেও অতিরিক্ত মৎসশিকারের ফলে পরিমান কমে যাচ্ছে। তাই বর্তমানে বিভিন্ন সংরক্ষনের পদ্ধতি ও উন্নতব্যবস্থা অবলম্বন করে মৎস আহরন করা হচ্ছে। ভারতে GDP এর 1·2% মৎস থেকে আসে।

১) Mineral Resource :

খনিজ অঞ্চল হল জীবিত, অসিমিত প্রাকৃতিক অঞ্চল, খনিজ অঞ্চল আয়ুর আশ্রমিক ও জৈব কাজের আগে মুক্ত। কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে খনিজাঞ্চলের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে, ভারতে খনিজভিত্তিক অর্থনৈতিক কাজকর্মে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে 2005-06 সালে ভারত থেকে প্রায় 17 হাজার কোটি টাকার বেশি আকরিক বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছে, ভারত ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলনে প্রথমস্থান (20%) অধিকার করেছে। ভারত বক্সাইট উত্তোলনেও উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করেছে। রপ্তানি ছাড়াও দেশের জ্বালানি ও কারখানে প্রচুর খনিজ লাগে। তবে উত্তোলনে প্রকৃতিগত ক্ষেত্রে স্থান দখল করতে বর্তমানে ভারতের অনেক খনিজ রপ্তানি করা হয়।

২) Power Resource :

কোন দেশের মাথাপিছু বিদ্যুতের ভোগকে অর্থনীতির উন্নয়নের মাপকাঠি হিসাবে, ভারতে বিদ্যুত ভোগের পরিমান বেড়েছে যা অর্থনৈতিক উন্নতির ইঙ্গিত দেয়।

ভারতে মাথাপিছু বিদ্যুত ভোগের পরিমান

সাল	1970	1990	2010	2015	2016
মাথাপিছু বিদ্যুত ভোগ ক্ষমতা (কিলোওয়াট/ঘন্টা)	98·0	273·0	642·0	845·0	1000·0
মাথাপিছু GDP	111·26	363·96	1345·77	1613·19	1861·50

(Source: Planning commission.nic.in and data.worldbank.org)

উন্নত প্রযুক্তি ও পরিকল্পনার অভাবে দিনে দিনে অঞ্চল ব্যবস্থাপনের সকলে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধরেছে। 2000 সাল থেকে 2015 সাল পর্যন্ত ভারতে GDP প্রায় চারগুন বেড়েছে, প্রাকৃতিক অঞ্চলের উপর অনেকাংশে কোন দেশের GDP নির্ভর করে।